খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 14 ● Bardhaman ● 30 December 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

● "আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি", বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সূচনা করে মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● ভোটাভুটির মাধ্যমে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল এক দেশ এক ভোট বিল।

● ১৭ ডিসেম্বর নবান্ন সভাঘর থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন ১২ লক্ষ উপভোক্তা।

● আবাস যোজনার ঘর বেরোতেই পোয়া বারো ইট আর বালি ব্যবসায়ীদের।রাতারাতি ইট আর বালির দাম বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ।মহা ফাঁপরে আবাস যোজনার ঘর প্রাপকরা।

● সঙ্গীত জগতে নক্ষত্র পতন। প্রয়াত বিশ্ব বরেণ্য তবলা বাদক উস্তাদ জাকির হোসেন।

● ডিম,দুধ এবং মাংস উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান পেল বাংলা। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত চলতি বছরের অ্যানিমাল হাসবেন্ড্রি স্ট্যাটিসটিক্স-এর রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে।

● ধনেখালির মান্দড়া পঞ্চায়েত এলাকায় ১২ বছরের এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ৪৫ বছর বয়স্ক প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।

● প্রয়াত বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র।

● গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বিগত কয়েক দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ধনেখালির রোহিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিক চঞ্চল সিংহরায়। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

● "যেখানেই দুর্নীতি,সেখানেই তৃণমূল", বিস্ফোরক মন্তব্য নওসাদ সিদ্দিকীর।

● আর জি কর ইস্যুতে সিবিআইকে অপদার্থ বলে তোপ দাগলেন নওসাদ সিদ্দিকী। কেন ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিল না সিবিআই তা জানতে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● মা সারদার ১৭২ তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় রবিবার আশ্রম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ পূজানুষ্ঠান,পাঠ,আলোচনা ও ভক্তি মূলক যাত্রা এবং গানের অনুষ্ঠান।

বাবা,মা ও বোনকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে গুণধর ছেলেকে মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন - বাবা,মা ও বোনকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে দশঘরার প্রমথেশ ঘোষালকে মৃত্যু দন্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। তিন বছর আগে বাবা,মা ও বোনের হাতের শিরা ও গলার নলি কেটে নৃশংস ভাবে খুনের অভিযোগে আসামী প্রমথেশ ঘোষালকে সোমবার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। সোমবার চুঁচুড়া আদালতের বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা শুনানির পর পেশায় গৃহশিক্ষক প্রমথেশকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যু দণ্ডের নির্দেশ দেন। সাজা ঘোষণার পর এজলাসে দাঁড়িয়ে প্রমথেশ বিচারকের কাছে মুক্তির আবেদন করে। কিন্তু বিচারক অপরাধের গভীরতা বিচার করেই আসামীর আবেদন নাকচ করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,২০২১ সালের ৮ নভেম্বর ধনেখালি থানার দশঘরা গ্রামের পাল পাড়াতে প্রমথেশ তার বাবা

অসীম ঘোষাল (৬৮),মা শুভ্রা ঘোষাল(৬০) ও বোন পল্লবী চট্টোপাধ্যায় (৩৮) এর গলার নলি ও হাতের শিরা কেটে খুন করে। সেই সঙ্গে প্রমথেশ নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ প্রমথেশকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই ঘটনায় পল্লবীর স্বামী পার্থ

(এরপর তিনের পাতায়)

ট্যুরিজম সার্কিট তৈরির লক্ষ্যে কালনা শহরে প্রাচীন মন্দির পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা - মন্দিরময় শহর কাললা। আর এই কালনা শহরেই ট্যুরিজম সার্কিট তৈরির বিষয়ে আগ্রহী পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা প্রতাপেশ্বর মন্দির, লালজী মন্দির সহ রাজবাড়ির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মন্দিরগুলি বুধবার বিকেলে পরিদর্শন করেন জেলা শাসক আয়েশা রানি এ।

রানি এ। কোন্ কোন্ বিষয়গুলিকে নিয়ে এই কাজ করা যাবে তা খতিয়ে দেখতে কালনার ঐতিহ্যপূর্ণ ১০৮ শিব মন্দির,টেরাকোটার কাজ বিশিষ্ট পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার তাঁত শিল্পীদের সাথেও কথা বলেন তিনি। তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানার

(এরপর চারের পাতায়)

তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাতের অভিযোগ নওসাদ সিদ্দিকীর

নিজস্ব সংবাদদাতা - কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা ডাক্তার তিলোত্তমার সুবিচার চাই। এই দাবিতে ফের সোচ্চার হয়ে রাস্তায় নামা প্রয়োজন। সম্প্রতি হাওড়ায় ওই নির্যাতিতার স্মরণে এক রক্তদান

শিবিরে উপস্থিত হয়ে আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী একথা জানিয়ে বলেন, তিলোত্তমার লড়াইটা ছিল হাসপাতালে ঘটে চলা দুর্নীতির

(এরপর চারের পাতায়)

মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলি এজেন্টদের জুলুম বাজির বিরুদ্ধে সরব আয়ারলা

নিজস্ব সংবাদদাতা - সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতি (আয়ারলা)-র অষ্টম রাজ্য সম্মেলন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি শ্রীরাম চৌধুরী, সিপিআইএমএল পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল,

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী সাবির মল্লিক নগর,কণা সরকার -শ্যামাপ্রসাদ রায়-বিশ্বনাথ সোরেন সভাগৃহ (শ্রীনাথ সদন)-র অভয়া মঞ্চে। নারীর নির্ভয় স্বাধীনতার দাবিতে এবং আরজিকরে চিকিৎসক কন্যার ধর্ষণ ও হত্যার নারকীয় ঘটনার শাস্তি চেয়ে যে আন্দোলন চলছে ,সেই আন্দোলনে শামিল হয়ে সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ অভয়া মঞ্চ করা হয় বলে জানা গেছে।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই এমএল বর্ধমান জেলা সম্পাদক সলিল দত্ত কিষাণ মহাসভার জয়তু দেশমুখ, এআইসিসিটিইউ নেতা বাসুদেব বসু, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের

(এরপর চারের পাতায়)

রাস্তায় মরণ ফাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদন - খানপুর থেকে ধনেখালি যাবার পথে মহরমপুর

কাশীপুর স্কুলের সামনের রাস্তার ছবি।

এবং কাশীপুর স্কুলের সামনে একসাথে পরপর পাঁচটা করে দশটা বাম্পার। ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই। দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের সামনের রাস্তায় বাম্পার অবশ্যই দরকার আছে,তা বলে পাঁচটা করে দশটা বাম্পার ! এতে তো হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা। একটা কি দু'টো করে বাম্পার দিলে হতো না ? উঠছে প্রশ্ন।

রাস্তা না খামার !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি, জামালপুর সহ গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ওপর খড়, কুটি শুকনো করার জন্য ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে। রাস্তা না খামার বোঝা দায় ! রাস্তায় গর্ত আছে না বাম্পার আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।ভীষন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। বাইক বা সাইকেল নিয়ে চলাচল করাই দায়। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 14 ● 30 December, 2024

অকৃতজ্ঞ

মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ,স্বার্থপর। যে গাছ আমাদের জল বাতাস ফল মূল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই গাছকেই এক শ্রেণীর মানুষ নির্বিচারে ধ্বংস করছে। গাছ আমাদের পরম বন্ধু জানা সত্ত্বেও গাছকে আমরা নির্বিচারে কেটে ফেলে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনছি। বন দপ্তরের অনুমতির ধার ধারছে না কেউ। মানুষ সচেতন না হলে শুধু আইন প্রয়োগ করে এ রোগ সারানো যাবে না। একটা গাছ কাটলে তার পরিবর্তে দু'টো গাছ বসানো দরকার - এটা শুধু কথার কথা হয়েই রয়ে যাচ্ছে, বাস্তবে আর হচ্ছে কোথায় ! নিজেদের বাঁচার তাগিদে গাছ কাটার আগে দ্বিগুণ গাছ বসানো খুব জরুরি। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ না বসিয়েই অবিবেচকের মতো গাছ কাটছে এক শ্রেণীর মানুষ। ফলে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য।খরা,বন্যা,অতি বৃষ্টি,অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ছি আমরা। গাছেদেরও যে প্রাণ আছে সেই কথাটা আজ ভুলতে বসেছি আমরা। তার ওপর আবার যেকোনো রকম বিজ্ঞাপন মূলক ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড পেরেক দিয়ে রাস্তার ধারের গাছে সাঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনদাতাদের নিষ্ঠুররতার শিকার হচ্ছে গাছ। বিনা পয়সায় এর থেকে ভালো বিজ্ঞাপন দেওয়ার জায়গা আর কোথায় ? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা ফেস্টুনও লাগানো হচ্ছে গাছে। তাই প্রতিনিয়ত পেরেক বিদ্ধ হচ্ছে গাছ। গাছটা যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জায়গা নয় সেকথা ভুলে যাচ্ছি আমরা। গাছে পেরেক মারলে গাছেরও তো আঘাত লাগে। গাছে বিজ্ঞাপন লাগালে বড় দৃষ্টি কটু লাগে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়। এক শ্রেণীর মানুষের এই অবিবেচকের মতো কাজের ফলে ব্যাথা পায় গাছ, অনেক সময় গাছটি শুকিয়ে মরে যায়। তাই গাছে পেরেক মেরে বা গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ হওয়া দরকার। জন সচেতনতার পাশাপাশি গাছে পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপন লাগানো বন্ধ করার জন্য গাছে পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপন লাগানো বিজ্ঞাপনদাতাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সচেতন হতে হবে মানুষকে। বন দপ্তরকে হতে হবে আরও সজাগ। মনে রাখবেন, রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা কিংবা আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ব্যানার,ফেস্টুন, সাইনবোর্ড ধারণ করার জন্য গাছের জন্ম হয় নি। রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা কিংবা বিজ্ঞাপনের ব্যানার, ফেস্টুন,সাইনবোর্ড লাগিয়ে গাছের ক্ষতি এবং সৌন্দর্য নষ্ট করবেন না। আর অযথা গাছও কাটবেন না। অফুরন্ত অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বাড়ির আশেপাশে ফাঁকা জায়গায় দু'চারটে করে গাছ লাগান। অক্সিজেনের ভান্ডার গড়ে তুলুন। নিজে বাঁচুন,অপরকে বাঁচতে দিন।একটি গাছ একটি প্রাণ - এই মন্ত্রকে পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।তাহলেই বাঁচবে পরিবেশ প্রকৃতি,বাঁচব আমরা।

শীত তাড়ানোর উপায়

বিজন দাস

আগে হিম হিম বাগে হিম হিম
মধ্যে হিমের ঝড়,
শীতের ভয়ে সুর্য্য মামা,
হয়েছেন কাতর।
তাই তো তিনি ঘুমিয়ে আছেন
উঠতে দেরি তাই,
তাই তাপালি মিঠে রোদের
ঝরেনি রোশনাই।
শহুরে ফুটপাতে কিমবা
নানা নদীর পাড়ে,
গ্রামের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায়
রেললাইনের ধারে।
কত শত ছেলে মেয়ে
হাড় কাঁপা শীত ভোরে,
রোদের আশায় হি হি করে
কাঁপছে শীতের তোড়ে।
শোন ছেলেরা শোন মেয়েরা
এটা তো ঠিক নয়,
শীত জুজুকে তোরা সবাই
করবি কেন ভয় ?
ভয় খাবি না ভয় পাবি না
ভয়কে দূরে ছুঁড়ে,
কাঁপিয়ে মাটি ছোট দেখি সব
দুপায়ে ছুট জুড়ে।
অনেকটা দূর ছুটে আবার
একটু ও নয় ধীরে,
যেখানেতে ছিলি ছুটেই
সেই খানে আয় ফিরে।
দেখবি তখন ঘাম ঝরছে
দরকার নাই রোদের,
শীত তাড়ানোর সহজ উপায়
শিখিয়ে দিলুম তোদের।

আমরা মানুষ

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

কি পেয়েছি,পেলাম না কি,
সব পিছনে ফেলি
নতুন বছর ডাক দিলো ঐ
দেখ রে নয়ন মেলি।
পূব আকাশে প্রভাত রবি
মিষ্টি আলোর ছটায়
এগিয়ে চলার মন্ত্র শোনায়
খুশির ঘনঘটায়।
সাফল্য আর ব্যর্থতা সব
রইলো কালের খাতায়,
পেরিয়ে আসা বছর যে আজ
ইতিহাসের পাতায় !
অসাম্য আর ভেদাভেদের
ঘুচিয়ে আঁধার রাত
সামনে চলার শপথ নিয়ে
ধরব হাতে হাত।
দৃপ্তপদে চরণ মেলি
সবার সাথে আজি
মিলন গীতির ঐকতানে
আমরা মানুষ সাজি।
মানবতার আওয়াজ তুলি
এক সুরে এক গানে
সবার উপরে মানুষ সত্য
জাগ্রত হোক প্রাণে।

মেলার বই,না বই এর মেলা ?

পার্থ পাল

মেঘনা একজন সাংবাদিক। সে মাঝারি সার্কুলেশনের একটি সংবাদপত্রে কাজ করে। সম্পাদকের নির্দেশ মেনে খবর সংগ্রহই তাঁর কাজ। এবার যেমন দায়িত্ব পড়েছে একটি জেলা বইমেলার হালহকিকত জানার। সাংবাদিক হলে কি হবে, বই পড়ার অভ্যাস তারও নেই। টুকটাক যা পড়ার, তা সে ল্যাপটপ, মোবাইলেই পড়ে নেয়।

এহেন বই-কানা সাংবাদিক দামী একটা ক্যামেরা কাঁধে ঢুকে পড়লো মেলা চত্বরে। তখন সবে দুপুর তিনটে। ছুটির দিন; তবু মানুষ মেলামুখো হয়নি। পরিধি বরাবর সত্তরটা স্টলশোভিত গোলাকার, ঘাসেঢাকা মাঠটি পড়ে আছে ফাঁকা। একদিকে অনুষ্ঠান মঞ্চ। সেখানে এদিন বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রতিযোগীরাই সেখানে পালাপালি করে শ্রোতার ভূমিকা নিচ্ছে। সাধারণ শ্রোতা, দর্শকের দেখা নেই। এখানে বিশেষ লাভ নেই বুঝে মেঘনা একটি ছোট বুকস্টলে ঢুকে পড়ল। পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট দোকান। তারই মধ্যে দুটো রেকে সাজানো রয়েছে অনেক ভূত, গোয়েন্দা, রোমাঞ্চ, প্রেমের বই। বিক্রেতার সামনে একচিলতে টেবিলে রাখা আছে সেইসব বইয়ের একটি করে কপি। ক্রেতার অভাবে বিক্রেতা ঢুলছিলেন। মেঘনার পায়ের শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। ক্রেতা ভেবে প্রথমে উৎসাহিত হলেন। পরে, সাংবাদিক বুঝে ঝিমিয়ে গেল।

- বললেন, " চলবে না। এভাবে মেলা করা যায় না। খরচ বাড়ছে; খদ্দের কমছে। চার দিন হয়ে গেল, গোটা দশেক ' রাতে পড়বেন না ' আর খান পাঁচেক ' এই রাত তোমার আমার' ছাড়া বাকি বই যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

মেঘনা প্রশ্ন ছুড়লো, " কেন এমন হচ্ছে দাদা ? " এবার খেঁকিয়ে উঠলেন বই বিক্রেতাটি। " এটাও জানেন না

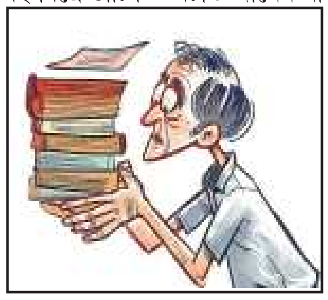

তো, সাংবাদিক কিসের ম্যাডাম! মোবাইল সব খেয়ে নিল। এখন স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতেও ট্যাব। সেদিকে ড্যাবডেবিয়ে না তাকিয়ে কোন আহাম্মক বই পড়বে বলুন তো ? "

গতিক সুবিধের নয় বুঝে মেঘনা মাঠে খানিক এলোমেলো ঘুরতে লাগলো। ভালো অ্যাঙ্গেল বুঝে তুলল বেশ কয়েকটি ছবি। এদিকে বিকাল চারটে বাজতেই মেলায় লোক আসতে লাগলো হু হু করে। কিন্তু সেই ভিড় ছড়িয়ে পড়লো না মেলাময় ! বরং লাইন দিল দু-তিনটি স্টলের সামনে। সেইসব স্টলে তখন মাছি গলার উপায় নেই। কিন্তু নবীন সাংবাদিক মেঘনা ঠিক জায়গা করে নিল স্টলের মধ্যে। পরিচয় দিয়ে দেখা করলো স্টল মালিকের সঙ্গে। " বিক্রি কেমন হচ্ছে দাদা ? "

- " দেখতেই পাচ্ছেন, কর্মচারীরা এখন শীতেও কেমন ঘেমেনেয়ে একসা। দুদিনেই স্টল প্রায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কোম্পানি বইয়ের যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমাদের 'গর্জে ওঠো নারী'-র তিন হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে। "

-" কিন্তু সিংহভাগ বুকস্টলই তো ফাঁকা। এমন অসাম্য কেন ? "

- " ওদের ভালো মানের বই নেই। আর, মানুষ ভালোটা খুব ভালো করে চেনে। বইয়ের বাঁধাই, অলংকরণ, বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা এবং সম্পাদনা ভালো হলে মানুষ বই পড়তে বাধ্য। এখন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি বইও রাখতে হয়। রাখতে হয় রঙচঙে কমিক্স আর রান্নার বই। বাচ্চা টানে মা আসবে। মায়ের টানে আসবে বাবা।"

এসব বকমবকমে খিদে পেয়ে গিয়েছিল মেঘনার। তাই পাশের মাঠে ফুডকোর্টে হাজির হলো সে। এবং অবাক হলো। সেখানে থিকথিকে ভিড়। হরেক খাবারের সুগন্ধে, উগ্রগন্ধে ম-ম করছে চারপাশ। খাবারের স্টলের পাশেই বসেছে হস্তশিল্পী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁদের দোকানেও চকবন্দী ভিড়। ভিড়ে পাত্তা না পেয়ে মেঘনা শেষমেষ হাজির হলো মেলা সম্পাদকের কাছে। - " দেখলাম এটা বইয়ের মেলা নয়। বরং মেলার মধ্যে বই। বইয়ের স্টলে লোক নেই। গ্রামীণ মেলা আর খাবারের স্টলে ভিড় উপচে পড়ছে। শুনে সম্পাদকমশাই গোঁফ ফাঁক করে হাসলেন।

- বললেন, " এখনো দু'দিন বাকি ম্যাডাম। এর মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়ে গেছে ! বাকিটা বুঝে নিন। "

যাত্রায় প্রম্পটার

প্রভাস পাল

যাত্রার আসরে গৎ বাজছে। গৎ শেষ হলেই আসরে প্রবেশ করবে রাজসভার নৃত্যপটিয়সীরা। তারপরেই শুরু হবে যাত্রাপালা। প্রম্পটার যাত্রাবইটি হাতে নিয়ে আসরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় বিশালদেহী এক অভিনেতা প্রম্পটারের হাতটি ধরে বলল, " একটু দেখবে দাদা। তুমিই ভরসা। খুব টেনশন হচ্ছে। সব গুলিয়ে ফেলছি। " প্রম্পটার সাহস দেয়। বলে, " আমার দিকে দাঁড়াবে।"

পেন্টার আর প্রম্পটার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পেন্টার চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতাকে পেন্ট করে পোশাক পরিয়ে দেয়। তারপর অভিনেতা প্রম্পটারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সে অভিনয় করবে না ; কিন্তু অলক্ষে থেকে অভিনেতাদের মুখে সংলাপ যোগাবে। সে নায়ক না হয়েও সর্বাধিনায়ক। সেই অভিনেতাদের উদ্ধারকর্তা। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তাকে। একটু ঘাড় তোলার সময় পায় না সে। আসরে কখনো হাত শোয়া হয়ে, হাতে ছড়ি নিয়ে অভিনেতার পায়ে ঠুক্ ঠুক্ করে ঠুকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কখনো মহিলা কণ্ঠ কখনো জমিদারের মেজাজি কণ্ঠ

কখনো সর্বহারার কণ্ঠ প্রয়োগ করতে হয়। তার পকেটের বিড়ি পকেটেই থাকে, ধরানোর সময় পায় না। শুধু বিবেক ঢুকলে প্রম্পটার একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

সে সদা সতর্ক। কেউ না যেন খেই হারিয়ে ফেলে ! একজন তা করলেই দৃশ্যটি জট পাকিয়ে যাবে। এবং তা হলেই কেলেঙ্কারি। দৃশ্যটি মাটি হয়ে যাবে। গ্রামীণ যাত্রা পরিবেশনদের এই এক বিপদ। কার ডায়লগ কে বলে দেবে ? অবশ্য, সবাই সমান নয়। অনেক দক্ষ অভিনেতা থাকে। তাঁরা রিহণ্ডার্সাল দিয়ে দিয়ে ঘষে মেজে চরিত্রটি দখলে রাখে। তাদের শুধু সংলাপটি ধরিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু অনেকে 'স্টেজে মেরে দেবো' - এই মনোভাব নিয়ে যাত্রায় নামে, তাদের কাছে প্রম্পটার ছাড়া গতি নেই। তাদের কাছে এরা উদ্ধার কর্তা - বিপদতারণ মধুসূদন !

বিশেষ করে ভাড়া করে আনা মহিলা শিল্পীরা এদের ছাড়া অচল। তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ চরিত্রটির সংলাপ দখলে রাখা সম্ভব নয়। তাঁরা যাত্রার স্থলে এসেই প্রম্পটারের খোঁজ করে বলে, "একটু দেখবেন দাদা।" যে যত বড় অভিনেতা অভিনেত্রীই হোক না কেন আসরে নামার আগে আড়চোখে কোন দিকে প্রম্পটার বসেছে দেখে নিয়ে বুকে হাত দিয়ে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। যাত্রা-যজ্ঞে প্রম্পটাররাই প্রধান পুরোহিত। দক্ষ প্রম্পটার শিল্পীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তাই তাঁদেরকে হতে হবে দৃঢ় মানসিকতার মানুষ। হাল না ছেড়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতাই তাঁদের প্রধান গুণ। পুতুলনাচের বাজিকরদের মতোই যাত্রাপালায় প্রম্পটার যেমন নাচান,শিল্পীরা তেমন নাচেন।

গুড়াপ বইমেলার উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুজিত রায়।

পুস্তক সমালোচনা

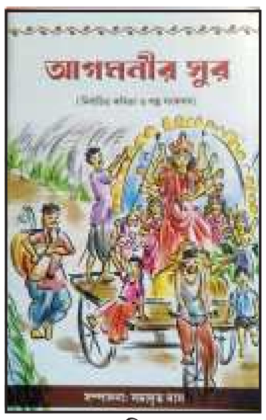

কয়েক দিন আগেই হাতে পেলাম সমাদৃত দাস সম্পাদিত নির্বাচিত গল্প ও কবিতা সংকলন ''আগমনীর সুর'' এবং ''দীপ্ত আলোর শিখা।'' সম্পাদক সমাদৃত দাস বয়সে একদম নবীন, অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ছেলে সমাদৃত। পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ। লেখালেখির হাতও ভালো। এত অল্প বয়সে এরকম একটা প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সমাদৃত দাস সম্পাদিত ৭১ পাতার ''আগমনীর সুর'' এর দু'মলাটের মধ্যে রয়েছে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের লেখা বিভিন্ন স্বাদের ৩৯ টি কবিতা ও ১৯ টি ছোট গল্প। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা ও ছোট গল্পের মান খুবই ভালো। অভীক দাসের লেখা ''জনকণ্ঠ'' কবিতাটি এক কথায় অনবদ্য। আবার সিদ্ধার্থ লাহিড়ীর ''মানুষ মানেই মানবিকতা'' ছোট গল্পটিও মন ছুঁয়ে যায়। বইটি রংতুলি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত,দাম ২৫০ টাকা। দামটা একটু কম রাখলে ভালো হতো,দামটা একটু বেশিই বলে মনে হচ্ছে। আর ৩২ পাতার ''দীপ্ত আলোর শিখা'' নবীন ও প্রবীণ লেখকদের ৯ টি অনুগল্প এবং ১৮ টি কবিতা নিয়ে সংকলিত। এই বইয়ে শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য অভিজিৎ দত্ত তার ''শিক্ষা'' কবিতায় পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি যেভাবে প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিয়েছেন তা এককথায় অসাধারণ,মনকে কিছুটা হলেও নাড়া দেয়। দু'একটি ছাড়া অনুগল্পের মান কিন্তু তত উচ্চ নয়,কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হয়। কবিতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বইটি রংতুলি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত,দাম ৬৫ টাকা। বই দু'টির প্রিন্ট খুব ভালো। হাতে নিলেই পড়তে ইচ্ছে করবে। অষ্টম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়া তরুণ সম্পাদক সমাদৃতের এ হেন প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ইসরাইল মল্লিক
সম্পাদক
খবর সোজাসুজি

নিজের বউকে খুন করার অভিযোগে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড স্বামীর

নিজস্ব সংবাদদাতা- রাগের মাথায় নিজের বউকে গলা টিপে খুন করার অভিযোগে প্রায় ৪ বছর পর স্বামীর আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বর্ধমান আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতাড় থানার বসতপুর এলাকার এক ব্যক্তি ২ নভেম্বর ২০২১ ভাতার থানাতে অভিযোগ জানায় যে তার জামাই তার মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।এই ঘটনার ভিত্তিতে ভাতাড় থানাতে একটি মামলা দায়ের করা হয়, যার তদন্তভার পড়ে এসআই তাপস রায়ের উপর। ঘটনার তদন্তে জানা যায় উক্ত গৃহবধূর উপর প্রায়শই অত্যাচার করতো তার স্বামী। কিন্তু ঘটনার নৃশংসতা এতটাই বেড়ে যায় যে ১ নভেম্বর ২০২১ অপরাধী তার নিজের বউয়ের গলা টিপে হত্যা করে।তদন্তকারী অফিসার সমস্ত তদন্ত দক্ষ হাতে সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন।বিষয়টি বর্ধমান আদালতে বিচারাধীন ছিল। ২০ ডিসেম্বর ২০২৪,ঘটনার প্রায় ৪ বছর পর অভিযুক্ত স্বামীর আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড সহ দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন বিচারক।

গুড়াপ থানার পুলিশের মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - বড় দিন উপলক্ষ্যে বুধবার হাতে কেক এবং কম্বল নিয়ে গুড়াপ থানার

ওসি বাপি হালদারের নেতৃত্বে এই শীতের রাতে মসীহা হয়ে গুড়াপ স্টেশন এবং ভাস্তারা বাস স্ট্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া সহায় সম্বলহীন মানুষের কাছে পৌঁছে গেল গুড়াপ থানার পুলিশ অসহায় মানুষগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হল বড় দিনের কেক আর শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কম্বল।এদিন বড় দিনের মধ্য রাতে পুলিশের হাত থেকে কেক আর কম্বল পেয়ে যারপরনাই খুশি স্টেশন চত্বর এবং বাস স্ট্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া অসহায় মানুষগুলো।তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠল আনন্দের ছাপ।গুড়াপ থানার পুলিশ আধিকারিকদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন তারা।

হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল চণ্ডীতলা থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের চণ্ডীতলা থানার সাইবার হেল্প ডেস্কের তৎপরতায় ২৩ টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে মঙ্গলবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। চণ্ডীতলা থানায় আয়োজিত এই ''ফিরে পাওয়া'' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসডিপিও চণ্ডীতলা তমাল সরকার, চণ্ডীতলা থানার ওসি জয়ন্ত পাল সহ থানার অন্যান্য আধিকারিক এবং সাইবার হেল্প ডেস্কের কর্মীরা।বিগত কয়েকদিন ধরে চণ্ডীতলা থানার ওসি জয়ন্ত পালের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাইবার হেল্প ডেস্ক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারানো মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিন সেই ফোনগুলি তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।হারানো ফোন ফিরে পেয়ে যারপরনাই খুশি মোবাইলের মালিকরা, চণ্ডীতলা থানার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা।

মঙ্গলবার ধনেখালির মহেশ্বরপুরে নতুন বাস স্টপেজের শুভ উদ্বোধন করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। এখন থেকে ধনেখালির মহেশ্বরপুরেও থামবে দক্ষিণ বঙ্গ পরিবহন নিগমের বাস। দুর্গাপুর বর্ধমান হয়ে হাইওয়ে দিয়ে কলকাতা যাবার পথে এখন ধনেখালির মহেশ্বরপুরেও স্টপেজ দেবে এসবিএসটিসি'র বাস।

(প্রথম পাতার পর) **বাবা,মা ও বোনকে নৃশংসভাবে খুনের**

চট্টোপাধ্যায় ধনেখালি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ তদন্তে নেমে হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রমথেশ সুস্থ হলেই তাকে গ্রেপ্তার করে।খুনের মামলায় সরকারি আইনজীবী শংকর গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মোট ১৪ জন খুনের মামলায় সাক্ষী দিয়েছে। মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত জেলেই ছিল।খুনের ভয়াবহতা বিচার করে বিচারক মৃত্যু দন্ড দিয়েছেন তবে ঘটনার তদন্তকারী অফিসার সুজিত মাইতি দারুন কাজ করেছে।পুলিশ সঠিক সময়ে চার্জশিট জমা দিয়েছে। গোটা ঘটনায় এ দিন আদালত চত্বরে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে।এ বিষয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন,আদালত ও বিচার ব্যবস্থার উপর সবাইকে আস্থা রাখতে হবে।অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন শাস্তি হবেই।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায়

এবং বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় প্রোজেক্ট 'উৎসর্গ'- এর আওতায় বর্ধমান পুলিশ লাইনে শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর আয়োজন করা হয় একটি রক্তদান শিবিরের।পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস সহ জেলার বিভিন্ন পদে কর্মরত পুলিশ কর্মী এই রক্তদান শিবিরের মতো মহৎ কাজে যোগদান করেন।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং সুপার।এদিনের এই রক্তদান শিবিরে মোট ১০০ ইউনিট রক্ত দান করা হয় বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের 'বিতর্কিত' মন্তব্যের প্রতিবাদে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে ধনেখালি কলেজ মোড় থেকে হারপুর মোড় পর্যন্ত তৃণমূলের মহা মিছিল।

সন্দেহবশত খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল বর্ধমান আদালত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,২০১১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত করন্দা গ্রামে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মোহন পণ্ডিত এবং অন্যান্য লোকজন মিলে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা ভূতনাথ মালিককে যুবক সংঘের মাঠে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে প্রচণ্ড মারধর করে বলে অভিযোগ।মারধরের ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভূতনাথ মালিকের।এমনকি মৃতদেহ আনতে গেলে পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়া হয় এবং বাধা সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভূতনাথ মালিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। মেমারি থানার তৎকালীন এসআই মহম্মদ সফিউদ্দিনকে ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়। পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করে।দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার শেষে গত সোমবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত (পঞ্চম), বর্ধমান,মোহন পণ্ডিত ও পাঁচজন মহিলা সহ মোট ৯ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। মামলায় সরকারি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অজয় দে।

Vol-2, Issue-14 RNI.NO.WBBEN/2023/87806

রামেশ্বরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং - 78HG তাং - 15/02/1961
গ্রাম- বোসো , পোস্ট - বোসো , থানা- ধনিয়াখালি, জেলা হুগলী

পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলি রেঞ্জের আদেশ নম্বর 995 তারিখ 27/08/ 2024 দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আগামী 25/01/2025, শনিবার রামেশ্বরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নিজস্ব কার্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হচ্ছে।উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সমবায়ের আসন্ন পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

তারিখ- 11.12.2024

চঞ্চল রায়।
সমবায় পরিদর্শক
ধনিয়াখালি ব্লক

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলি রেঞ্জ তথা হুগলি জেলার সমবায় সমিতির সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্টআবিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর 834 তারিখ 25 /07/ 2024 দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন 2012 অনুসারে রামেশ্বরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে নির্ঘণ্টো প্রকাশ করা হলো:-

পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্ট (Schedule for B.O.D. Election)

ক্রমিক নম্বর (SL. No.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
1	খসড়া ভোটের তালিকা প্রকাশ (Publication Of Draft Voter List) :	12/12/2024	দুপুর 12 টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
2	খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি/ অভিযোগ গ্রহণ (Receiving Of Claims/ Objection About Draft Voter List) :	13/12/2024 হইতে 20/12/2024	সকাল 11 টা হইতে দুপুর 2 টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
3	খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি অভিযোগ নিস্পত্তি (Disposal Of Claims Objection About Draft Voter List):-	23/12/2024	দুপুর 12 টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
4	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ (Publication Of Final Voter List) :	24/12/2024	দুপুর 12 টা	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
5	মনোনয়ন বিলি (Distribution Of Nomination Paper) :	03/01/2025 হইতে 04/01/2025	দুপুর 12 টা হইতে বিকেল 3 টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
6	মনোনয়ন পত্র পেশ (Filing Of Nomination Paper) :	03/01/2025 হইতে 04/01/2025 (ছুটির দিন ব্যতীত)	দুপুর 12 টা হইতে বিকেল 3 টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
7	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা (Scrutiny Of Nomination Paper) :	06/01/2025	দুপুর 12 টা হইতে	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
8	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication Of List Of Valid Nomination) :	06/01/2025	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
9	প্রার্থী পদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহার শেষ তারিখ (Last Date Of Withdrawl Of Candidate Nomination):-	07/01/2025	বিকেল 3 টা পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
10	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication Of List Of Valid Candidates) :	07/01/2025	বিকেল 3 টার পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
11	ভোট গ্রহনের তারিখ সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) (Date, Time & Place Of Poll (If Required) :	25/01/2025	সকাল 11:30 থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত	সমিতির মুখ্য কার্যালয়
12	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting Of Votes And Declaration Of Result) :	25/01/2025	ভোট শেষের পর	সমিতির মুখ্য কার্যালয়

WBCS Act এবং Rules অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।

পরিচালকমণ্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে :-

পরিচালকমণ্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	12 (বারো)
যার মধ্যে	
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	2(দুই)
তপ: জাতি /উপজাতির জন্য সংরক্ষিত	1 (এক)

তারিখ- 11.12.2024

মৌসুমী বিশ্বাস
(মৌসুমি বিশ্বাস)
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
রামেশ্বরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ও
সমবায় পরিদর্শক
সদর

চঞ্চল রায়।
(চঞ্চল রায়)
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
রামেশ্বরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ও
সমবায় পরিদর্শক
ধনিয়াখালি ব্লক

সৌন্দর্য বনাম প্লাস্টিক,গনগনি নিয়ে নয়া উদ্বেগ

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রাকৃতিক পরিবেশে ঢাকা মোহিত করা গনগনিতে জড়িয়ে আছে মহাভারত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।এবার সেই গনগনিতে বাড়ছে প্লাস্টিক দূষণ,চিন্তায় পরিবেশবিদরা।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের গড়বেতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট্ট এক গ্রাম গনগনি। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর ধারে অবস্থিত এই জায়গাটিকে 'বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন' বলা হয়। যদি উঁচুনিচু ভূমিরূপ আর জঙ্গল আপনার পছন্দের হয়, তা হলে দারুণ লাগবে গনগনি। একদিকে কাজুবাদামের জঙ্গলে বনভোজন অপরদিকে কাঁকরে ঢাকা গিরিখাত। একদিকে শিলাবতী নদীর স্নিগ্ধ শান্তভাবে বয়ে চলা অপরদিকে সবুজ শ্যামল অটবির মাঝে নীল আকাশের ভেতরে দিগন্তে সূর্যাস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা এনে দেবে এক আলাদা অনুভূতি।এখানে আছে বড় বড় গুহা ও কোথাও অজানা কোনও প্রাণীর মুখ।শিলাবতী নদী চলার পথে এই ভূমিরূপ তৈরি করেছে। এখানের মাটি প্রধানত দুই রকমের হয়ে থাকে - শক্ত কড়া পাথরের ভিতর নরম পলিমাটির স্তরে ঢাকা গিরিখাত উপত্যকায় মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর থেকে বয়ে আসা জল স্রোত বয়ে নিয়ে যায় পলিমাটিকে,থেকে যায় শক্ত পাথরের স্তূপ। শিলাবতী নদীর খরস্রোতে তৈরি হয় বিভিন্ন আকৃতির ভূমিরূপ। সেই সাথে এখানে লুকিয়ে আছে এই অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে এক টুকরো মহাভারত।স্থানীয়দের বিশ্বাস,এখানেই একটি গুহায় বকাসুরের বাস ছিল,ভীম বধ করেছিলেন তাঁকে। আবার তার মাঝে এই গনগনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাক্ষী বহন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার ইতিহাসও।

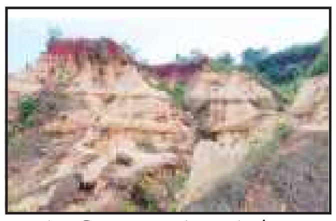

এই অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে চুয়াড় বিদ্রোহের নামও। যারা ইতিহাস ঘাটতে ভালবাসেন তাদের গনগনি নিয়ে ইতিহাস চর্চা যে বেশ লাগবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।সূর্যাস্তের সময় শিলাবতীর রূপ মোহিত করতে পারে। তবে সেই দৃশ্য দেখতে হলে সূর্যাস্তের আগেই নদীখাত থেকে উপরে উঠে আসতে হবে। তবে শীতকালে এখানে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। পিকনিকের পর খাওয়া দাওয়ার প্লেট থেকে আবর্জনা সবই নদীখাতে ফেলে দেন অনেকে। এতে জায়গাটির গরিমা কিছুটা হলেও নষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে গনগনিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ফুলের পার্ক।ওয়াচ টাওয়ার গড়ে উঠেছে,ইট কাঠ পাথরের জঙ্গল আর তাতে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি পরিবেশপ্রেমীদের।এতসব কিছুর পরেও আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ন্যানো ভার্সন বাংলার গ্রান্ড ক্যানিয়ন গনগনি ধীরে ধীরে বাঙালির হৃদয়ে যে জায়গা করে নিচ্ছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বড়দিন উপলক্ষ্যে বুধবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশের জাঙ্গিপাড়া থানার পক্ষ থেকে রাজবল্লভী ইট ভাটায় কর্মরত অন্য রাজ্য থেকে আসা ১২০ টি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মধ্যে বড়দিনের শুভেচ্ছা হিসাবে কেক ও কম্বল বিতরণ করা হল।উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও চণ্ডিতলা তমাল সরকার,সিআই চণ্ডিতলা সন্দীপ গাঙ্গুলি,জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি অনিল রাজ সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

(প্রথম পাতার পর) ট্যুরিজম সার্কিট তৈরির লক্ষ্যে

পাশাপাশি আগামী দিনে কিভাবে অনলাইন মার্কেটিং করে তারা তাঁতের ব্যবসা চালিয়ে যাবেন সেই বিষয় নিয়েও তাঁতিদের সাথে কথা বলেন তিনি।এদিনের এই পরিদর্শনে হাজির ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, কালনা পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পোড়েল, শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস কুমার কার্পা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(প্রথম পাতার পর) তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির গোপন

বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ করেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই তাকে এই নৃশংসতার শিকার হতে হল। হাসপাতালের সুপার সহ স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হল। সিবিআই জানালো, হত্যার পেছনে আছে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। অথচ তারা তিনমাসেও চার্জশিট দিতে না পারায় এরা জামিন পেয়ে গেল। এই প্রহসন বন্ধ হোক। সিবিআই-এর অপদার্থতার বিরুদ্ধে আবার সরব হতে হবে। রাজনৈতিক বোঝাপড়া করে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস পার পাবে না বলে তিনি জানান। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করে বলেন, ধর্মের জিগির তুলে ভোটের ফায়দা লোটা চেষ্টা করে এই দল। তিনি বলেন, আইএসএফ পিছড়ে বর্গের মানুষের হয়ে ইনসাফের লড়াই লড়ে। ওয়াকফ সংশোধন বিল নিয়ে দল যেমন সরব, তেমনই এসসি-এসটি সংরক্ষণের অপব্যবহার নিয়েও দল লড়ছে।ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপক্ষে আইএসএফ। ভারতে সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে মজবুত করার পক্ষে দল লড়াই করে। এদিনের এই আনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, অফিস সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর সহ হাওড়া শহরের আইএসএফ নেতা নাসির খান,সেখ আব্দুর রাকিব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(প্রথম পাতার পর) মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলি

রাজ্য নেতা তপন গাঙ্গুলি ও সিপিএমের কৃষিমজুর সংগঠনের রাজ্য নেতা মিজানুর রহমান।এরাজ্যে অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করা,সমস্ত যোগ্য দরিদ্র পরিবারকে আবাস যোজনার ঘর সুনিশ্চিত করা, মহিলাদের উপর মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানীগুলির এজেন্টদের জুলুম বন্ধ করার দাবিতে এবং সব ধরনের ঋণমকুব করার দাবিতে,ভাগচাষী- লিজ চাষীদের সরকারি স্বীকৃতি ও সহায়তা , ৬০ বছর বয়সী প্রত্যেক মেহনতি মানুষের মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন , লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সহায়তা ৫ হাজার টাকা সুনিশ্চিত করার দাবিতে প্রতিনিধিরা সোচ্চার হন। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ও তার শাখা সংগঠনগুলি এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের হীন চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তার বিরুদ্ধেও সম্মেলন থেকে নিন্দা জানানো হয়। আরজিকরের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে সিবিআইয়ের ব্যর্থতা এবং এর সুযোগ নিয়ে মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের জামিন মঞ্জুর হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয় সম্মেলন মঞ্চ থেকে।সম্মেলন থেকে ৬৫ জনের রাজ্য কাউন্সিল ও ২৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।রাজ্য সভাপতি সজল পাল এবং রাজ্য সম্পাদক সজল অধিকারী পুনর্নির্বাচিত হন।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
www.angelone.in
AngelOne

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com